



স্পিকারের সঙ্গে আইপিইউ মহাসচিব অ্যাডা ফিলিপের সৌজন্যে বৈঠক



ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংসদীয় কূটনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম এমপি'র সঙ্গে আলোচনা করেছেন আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের (আইপিইউ) মহাসচিব অ্যাডা ফিলিপের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল।

সোমবার (৩১ আগস্ট) স্পিকারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাস নিয়েও কথা বলেন স্পিকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বারবার গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং প্রয়োজনে জীবন দিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধেও জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগ করেছিল।

স্পিকার বলেন, দেশের মানুষ কখনো স্বৈরাচারের পক্ষে ছিল না। ১৯৭১ সালে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তখন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জিত হলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাক্ষিতভাবে গড়ে ওঠেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশে গণতন্ত্রের সূচনা করেন। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান দেশের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন বলেও উল্লেখ করেন স্পিকার।

২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা করে স্পিকার বলেন, ওই নির্বাচনগুলোতে জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন ঘটে বলে তিনি বলেন।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের ইতিহাসে অন্যতম অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন ছিল বলেও মন্তব্য করেন স্পিকার। তিনি বলেন, জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশাকে সামনে রেখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ এখন দায়িত্ব পালন করছে।

আইপিইউ মহাসচিব অ্যাডা ফিলিপ বলেন, গণতন্ত্র ফিরে আসায় বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক সংস্কার ও পরিবর্তন করা গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের আস্থা নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব। একটি কার্যকর ও শক্তিশালী সংসদ গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি এবং সংসদীয় কূটনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম, আইপিইউ প্রতিনিধি দলের সদস্য, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।